দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN. 24 1999

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বুয়েট খুলবে কবে?

বুয়েটের ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকরা গত ২৮শে এপ্রিল অর্থাৎ প্রায় দুই মাস ধরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। যারা এবার ভর্তি হয়েছে বুয়েটে তারা তাদের বুয়েট জীবন ভাল করে শুরু করার আগেই পড়ে গেছে বিপাকে। বুয়েট বন্ধ, কবে চালু হবে কোন নিশ্চয়তা নেই। যারা শেষ বর্ষের অর্থাৎ যাদের ফাইনাল পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল তারাও হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে বুয়েট বন্ধ বলে। গত ২৭ ও ২৮শে এপ্রিল বুয়েটের ছাত্ররা চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিল ক্যাম্পাসে। ভাঙচুর, নৈরাজ্য এবং শিক্ষকদের ফ্লাটগুলোও ছাত্রদের হামলা থেকে রেহাই পায়নি। ছাত্রদের হামলায় বুয়েটে দু'দিন এক ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছিল। কর্তৃপক্ষ ২৮শে এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ করে দেন।

২৭ ও ২৮শে এপ্রিলের ঘটনা নিয়ে বুয়েট ডিসিপ্লিন বোর্ডের উদ্যোগে তদন্ত করা হয়। ডিসিপ্লিন বোর্ড ঘটনার সঙ্গে জড়িত ২৫০ জন ছাত্রকে চিহ্নিত করে শোকজ করেছে। এরা জবাবও দিয়েছে। এখন এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ড একাধিক বৈঠক করেছে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। বুয়েট কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ছাত্রদেরকে শুধুমাত্র সতর্ক করে দিয়েই বুয়েট খুলে দিতে চাইছেন। অন্যদিকে শিক্ষকদের একটি প্রভাবশালী অংশ দাবি করছে ইউকসু এবং হল সংসদসমূহ বাতিল এবং কিছুসংখ্যক ছাত্রকে বহিষ্কারের পরই বুয়েট খুলতে হবে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এসব রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় দুই মতের টানাপোড়েনের ফলে ডিসিপ্লিন বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি হচ্ছে এবং বুয়েটও খোলা হচ্ছে না। ফলাফল ছাত্রছাত্রী অভিভাবকদের জন্য অনিশ্চয়তা, টাকার শ্রাদ্ধ এবং শিক্ষা জীবনে দুঃসময়।

বুয়েট খোলা, শৃংখলা ফিরিয়ে আনা এবং বিশৃংখলার জন্যে ছাত্রদেরকে শাস্তি দেয়া- সবটা করাই এখন বুয়েট কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। তবে সবচেয়ে আগে যেটা বিবেচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে অবিলম্বে বুয়েট খুলে দেয়া এবং শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা। ঘটনার জন্যে যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা, নিলে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে-ঐ সিদ্ধান্ত বুয়েট কর্তৃপক্ষের। আমরা মনে করি, শিক্ষক সমিতি বা আর কোন মহল থেকে এ ব্যাপারে বুয়েট কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষকদের একটি মহল চাচ্ছেন কিছুসংখ্যক ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। ২৭ ও ২৮শে এপ্রিলের ঘটনাগুলো যখন ঘটেছে তখন এসব ঘটনার পিছনে উস্কানিদাতা হিসেবে কয়েকজন শিক্ষকের নামও শোনা গিয়েছিল। শিক্ষক সমিতি ছাত্রদের বহিষ্কার চাইলেও ঐ ঘটনাগুলোতে শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে কোন তদন্ত অনুষ্ঠানের দাবি করছে না। তদন্তে শিক্ষকদের উস্কানি দেয়ার পক্ষে প্রমাণাদি পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা সে ব্যাপারেও শিক্ষক সমিতি কিছুই বলছে না। যদি সত্যি সত্যি কিছুসংখ্যক শিক্ষক ছাত্রদেরকে উস্কানি দিয়ে থাকেন তবে বলতেই হবে শিক্ষক সমিতি পুরো দোষটা ছাত্রদের উপর চাপিয়ে দিয়ে দোষী শিক্ষকদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

এমন একতরফা 'ন্যায়বিচার' যে বুয়েট সমস্যার সমাধান করবে না সেটা বলাই বাহুল্য। কথাটা যখন উঠেছে অর্থাৎ উস্কানিদাতার ভূমিকায় কিছুসংখ্যক শিক্ষক ছিলেন বলে কোন কোন মহল থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টা তদন্ত করে পরিষ্কার করে নেয়াই ভাল। তাহলে নৈরাজ্য আর বিশৃংখলার উৎস থেকেই যাবে এবং পরবর্তীকালে আবার এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে। এটা কারোরই কাম্য নয়। আমরা আশা করব বিষয়টা বুয়েট কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক সমিতি ভেবে দেখতে পারেন। বুধবারের কাগজে খবর বেরিয়েছে বুয়েটের ছাত্ররা আন্দোলন করার চিন্তা-ভাবনা করছে। আমরা মনে করি সে রকম কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগেই বুয়েট খুলে দিতে হবে।